রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ২০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৪, ২০২৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৬৩—৪৭০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭৭—৫৯৬
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২১—১৫৫
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৩—৪৬৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৩—১৪
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪৩৩/১৮এপ্রিল ২০২৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৩০.৩২.০০৫৮.২৬.৪৪১—জনাব মাহবুবুর রহমান(৭৫১৪), সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ১৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ভোর ০৬:২৫ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। মরহুম মাহবুবুর রহমান ৩১ অক্টোবর ১৯৬৭ তারিখে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচে যোগদান করেন। তিনি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং সর্বশেষ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মাহবুবুর রহমান তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন সন্তান, মা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মাহবুবুর রহমান (৭৫১৪)-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১১৮.২১.২৬৬—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১১৪৩০ ক্যাপ্টেন মেহেদী হাসান রায়হান, পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩৩/২০ এপ্রিল ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৭.২৭.০০২২.২৫-১৮—যেহেতু, জনাব জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; তিনি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পটুয়াখালীতে কর্মকালীন গত ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেন। পরবর্তীতে, তিনি সড়ক পথে ঢাকা হতে পটুয়াখালী গমনের সময় বাস দুর্ঘটনায় আহত হন। উক্ত বিষয়ে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে তাঁর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩১-০৭-২০২৫ তারিখে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন করেন এবং ০৩-০৮-২০২৫ তারিখে ঢাকা হতে পটুয়াখালী প্রত্যাবর্তনের সময় পথে দুর্ঘটনায় আহত হন;

যেহেতু, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস প্রধানগণ-কে সরকারি/সাপ্তাহিক ছুটিতে প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০১.১৮.০১২.২০২০.৯১৩ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৩ এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই সাথে জরুরি প্রয়োজনে অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে সরাসরি টেলিফোনের অথবা এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিতকরণপূর্বক কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়েও নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করে তিনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং তিনি দুর্ঘটনা পরবর্তী সঠিক তথ্য না দিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মোবাইল ফোনে মেসেজের মাধ্যমে অবহিত করেন যে, তিনি প্রাতঃভ্রমণের সময় পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশালে ভর্তি হন। তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বিভ্রান্ত করেন;

যেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা-১০/২০২৫ নম্বর রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি গত ১৭-১১-২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করে এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৫-০৪-২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব এবং অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনায় তাঁর ওপর 'লঘুদণ্ড' আরোপ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা (সাবেক কর্মস্থল: আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পটুয়াখালী)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪ (২) (খ) বিধি অনুযায়ী '**০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত**' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৫৬.২২.০০০১.২৪.৫৪—আদিষ্ট হয়ে সিএমপি চট্টগ্রাম-এর পাঁচলাইশ মডেল থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-০৮-০৩-২০২৫ খ্রি. এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-(সংশোধনী, ২০১৩)-এর ৮ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষে উক্ত আইনের ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৮ বৈশাখ ১৪৩৩/২১ এপ্রিল ২০২৬

নং ৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৩০.২৫-১৬৩—যেহেতু, জনাব সানজিদা আফরিন (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৭৫), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), ডিএমপি, ঢাকা, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত; তিনি ডিএমপি, ঢাকার এডিসি (ক্রাইম) হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় তাঁর নির্দেশে ডিবি রমনা বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আরিপ (বিপি-৭৬০৪১০২৩৭৭) নিউমার্কেট থানায় রুজুকৃত জনগুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল দু'টি মামলার (মামলা নং-৭, তারিখ: ১৭-০৭-২০২৪, ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৯/৪২৭/৪০৬/৩০২ পেনাল কোড ও মামলা নং ৮, তারিখ: ১৭-০৭-২০২৪, ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪৯ /৪২৭/৪০৬/৩০২ পেনাল কোড) বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা না করে এবং স্মারকলিপি (এমই) দাখিল ব্যতীত চূড়ান্ত রিপোর্ট তথ্যগত ভুল বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখেন। তিনি উক্ত মামলা দুটির বিষয়ে তদন্ত তদারকি কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে অসৎ উদ্দেশ্যে হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটন ব্যতীত সন্দিগ্ধ গ্রেফতারকৃতদের মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে চূড়ান্ত রিপোর্ট তথ্যগত ভুল দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। জনগুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল মামলা দুটির তদন্তের ক্ষেত্রে তাঁর এরূপ অবহেলা ও অবৈধ নির্দেশনা বিভাগীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থি;

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯-০৭-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১৩০/২০২৫ রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২১-০৮-২০২৫ তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ১৫-০৪-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

৪। যেহেতু, শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত ও রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় উক্ত দুটি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দেয়ার বিষয়ে তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আনীত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁকে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, জনাব সানজিদা আফরিন (বিপি-৮৭১৪১৬৬২৭৫), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো, অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে তাঁর মূলবেতন ৪৩,১৭০/- টাকা থেকে অবনমিত করে ৪১,১১০/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো। বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিত থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না এবং তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ০২ (দুই) বছর পর তিনি ৪৩,১৭০/- টাকা মূলবেতনে প্রত্যাবর্তন করবেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা হতে গত ২৯-১২-২০২৪ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৪. ২৭.০২৬.২১.১৭৪১ নম্বর স্মারকমূলে জারিকৃত তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩/২৩ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০১২.২৪.১৬৬**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বিপি-৭৬০৮১২১৬৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৭ এপিবিএন, সিলেট; তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে ইন-সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টার, নেত্রকোনায় কর্মকালীন গত ০৭-০৮-২০২৩ তারিখ ১২:২৯ ঘটিকায় তাঁর ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নম্বর ০১৩২০-২২০৭০২ হতে জনাব সাহেদ আলী পাঠান (বিপি-৮২১০১২৬৭৭০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস), পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নেত্রকোণা-এর মোবাইল নম্বর ০১৩২০-১০৪১০৩-এ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ধার চেয়ে একটি এসএমএস প্রেরণ করেন। জনাব সাহেদ আলী পাঠান মেসেজের মাধ্যমে উক্ত টাকা ধার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন; এবং

২। যেহেতু, তিনি গত ০৭-০৮-২০২৩ তারিখ ১৫:৪১ ঘটিকায় সময় তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৩২০-২২০৭০২ হতে জনাব সাহেদ পারভেজ, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা-এর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৭১৫-১২৩১২৮-এ ফোন করে তাঁর পারিবারিক প্রয়োজনে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ০৩ (তিন) দিনের জন্য ধার হিসেবে চান। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত টাকা ধার হিসেবে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন; এবং

৩। যেহেতু, তিনি জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ লাইন্স, নেত্রকোণা মেসে খাওয়া-দাওয়া করেন। কিন্তু, তিনি মেসে খাওয়ার বিল বাবদ ২৯,০০০/- (উনত্রিশ হাজার) টাকা বকেয়া রাখেন; এবং

৪। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর দায়ে ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১২/২৪) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেননি বা জবাব দাখিলের জন্য সময়-বৃদ্ধির ও কোনো আবেদন করেননি; এবং

৫। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক ২২-০১-২০২৬ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে লঘুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বিপি-৭৬০৮১২১৬৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ৭ এপিবিএন, সিলেট (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টার, নেত্রকোণা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি-২(ক) মোতাবেক "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৩৯.২৫.১৬৭**—যেহেতু, জনাব শাহাদত হুসেন রাসেল (বিপি-৮৭১৪১৬৬২০৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা (বর্তমানে লিয়েনে ইন্টারপোল, সিঙ্গাপুর-এ কর্মরত) গত ০৫-০৬-২০২০ তারিখে ডা: ইসরাত জাহান ইরানীকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা কাবিনমূলে বিবাহ করেন। গত ২৩-০৫-২০২৪ তারিখে তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাকের নোটিশ দেন এবং পরে আইনজীবীর মাধ্যমে ১৬-০৮-২০২৪ তারিখে তা প্রত্যাহার করেন। অতঃপর গত ১১-০১-২০২৫ তারিখে তিনি পুনরায় স্ত্রীকে তালাকের নোটিশ দেন। তিনি ২০২১ সালের আগস্ট মাসে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে তাঁর স্ত্রীকে বাসা থেকে বের করে দেন। তিনি সরকারি কোয়ার্টার্সের বরাদ্দ বাতিল ও সিএমপি, চট্টগ্রামে বদলি হওয়ার বিষয়টি স্ত্রীর নিকট গোপন রাখেন এবং স্ত্রীকে না জানিয়ে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লিয়েনে সিঙ্গাপুর গিয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। তিনি স্ত্রী থেকে আলাদা থাকাবস্থায় কয়েক মাস তাঁকে ভরণপোষণ দিলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেন। বিয়ের পর প্রায় ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত হলেও রেশন কার্ডে তিনি স্ত্রীর নাম অন্তর্ভুক্ত করেননি; এবং

২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১৩৯/২৫) রুজুপূর্বক ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ১০-০৮-২০২৫ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে, ২২-০৪-২০২৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

৪। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তথ্যগতভাবে সঠিক নয়। তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিষয়টি ইতোমধ্যে আইনগতভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে; এবং

৫। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত/রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, অভিযোগনামার জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ"-এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব শাহাদত হুসেন রাসেল (বিপি-৮৭১৪১৬৬২০৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা (বর্তমানে লিয়েনে ইন্টারপোল, সিঙ্গাপুর-এ কর্মরত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার (মামলা নং ১৩৯/২৫) দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ বৈশাখ ১৪৩৩/২৩ এপ্রিল ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৪.২৭.০০৬০.২৫-১৬৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ (বিপি-৭৩০৫১২৪৩০০), পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি), হাইওয়ে পুলিশ এবং বর্তমানে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত ও পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ হিসাবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত ইতঃপূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা হতে গত ২৭-০৭-২০২৫ তারিখ, ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১৯.০০১.১৯(অংশ)-৩৬৫ নং স্মারক মূলে পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি), নৌ-পুলিশ হিসেবে বদলি করা হলেও অদ্যাবধি তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি। বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে তিনি কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করেছেন এবং সুশৃঙ্খল পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর এহেন আচরণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অগ্রহণযোগ্য। উক্ত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করলে গত ২২-০৪-২০২৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; এবং

২। যেহেতু, শুনানিঅন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ (বিপি-৭৩০৫১২৪৩০০), পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি), হাইওয়ে পুলিশ এবং বর্তমানে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত ও পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ হিসাবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) উপ-বিধি (১)(ক) অনুযায়ী তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। একই সাথে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.১৩০৫ নং স্মারকমূলে জারিকৃত উক্ত কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি প্রত্যাহার করা হলো এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৭ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৯৯.৭৬-১১৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মো: মজিবুর রহমান, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮২ খ্রি., পিতা: মৃত আব্দুল মালেক, মাতা: ফাতেমা বেগম, গ্রাম: গোলবাহার, ডাকঘর: গোলবাহার, ওয়ার্ড নং-০৫, উপজেলা: কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার ০৮নং কাদলা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৭ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২০ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০০১.২৫-১০৩**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চরমাধবদি	১৮৬	৩৯০১	০৮	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০১৩.১৫.১০৪**—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির খতিয়ানের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	রতনদি	৬৭	৩৯৮৭	৪৫	গলাচিপা	পটুয়াখালী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ণ ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

সংশোধিত পরিপত্র

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩২/০৮ এপ্রিল ২০২৬

বিষয়: বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বা সমবায় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার জমি হস্তান্তর।

নং **৪৭.০০.০০০০.০০০.০৩২.১৮.০০৪৩.২৫.১৯৯**—স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বা সমবায় প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার জমি হস্তান্তরে উদ্ভূত সমস্যা ও জটিলতা নিরসনকল্পে এ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ১৭-০৭-২০১২ তারিখের ৪৭.০২৩.০৬১.০২৭.৭৪.২০১২-২৪১(৯) নম্বর পরিপত্রটির অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি সংযোজন করে সংশোধিত আকারে জারি করা হলো:

(ক) কমিটির গঠন:

আহ্বায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্য বৃন্দ

২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩. যুগ্মনিবন্ধক (মার্কেট, ক্রেডিট, মহিলা ও বি দল), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪. সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কর্মকর্তা।

সদস্য-সচিব

৫. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন শাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(খ) কমিটির কর্মপরিধি:

(i) সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত জমি বিক্রয় সংক্রান্ত আবেদন পর্যালোচনা;

(ii) সমিতির নিবন্ধন সনদ যাচাই;

(iii) সমিতির সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা;

(iv) সমিতির জমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, হাজিরা ও কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(v) 'জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা';

(vi) জমির মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত সাব-কমিটির সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(vii) 'জমির সর্বশেষ বাজার মূল্য পর্যালোচনার সাথে 'জমির সম্ভাব্য প্রকৃত বাজার মূল্য পর্যালোচনা;

(viii) জমির কর পরিশোধ রশিদ, খতিয়ান, মাঠ পরচা এবং জমির আমমোক্তার দলিল পর্যালোচনা;

(ix) জমির ক্রয়/মালিকানা দলিল, নামজারি/জমা খারিজের কপি, ভূমি উন্নয়ন কর/দাখিলার কপি, জমির স্কেচ ম্যাপ ও পরিমাণ যাচাই;

(x) সমিতির সদস্যদের তালিকা যাচাই;

(xi) জমির বর্তমান সম্ভাব্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত জমি বিক্রয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(xii) পত্রিকায় প্রকাশিত জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, জমিতে স্থাপিত জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির স্থিরচিত্র যাচাই;

(xiii) তর্কিত জমি অর্পিত/খাস/পরিত্যক্ত সম্পত্তিভুক্ত নয় এবং মামলা/মোকদ্দমা নেই মর্মে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন যাচাই;

(xiv) সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর সুপারিশপত্র যাচাই; এবং

(XV) জমি বিক্রির বিষয়ে বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত সমবায় অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন যাচাই এবং বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর ভিডিও এবং স্থিরচিত্র ধারণ করে প্রস্তাবের সঙ্গে এ বিভাগে প্রেরণ।

২। গঠিত কমিটি উপরিউক্ত বিষয় যাচাই/পর্যালোচনা করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয় বরাবর সুপারিশ দাখিল করবেন।

৩। প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কল্যাণ চৌধুরী
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ এপ্রিল ২০২৬/১০ বৈশাখ ১৪৩৩

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.২৬.০০৫.১৬-২০৭**—সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৪(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি ও বর্তমান পরিচালনা ব্যয়জনিত কারণে ডিজেলচালিত বাস ও মিনিবাসের সর্বোচ্চ ভাড়া নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করল:

(ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাস এর ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাত্রীপ্রতি প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৪২ টাকার স্থলে ২.৫৩ টাকা;

(খ) আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার রুটে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস এর ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাত্রীপ্রতি প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.১২ টাকার স্থলে ২.২৩ টাকা;

(গ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী মিনিবাস এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর আওতাধীন জেলার (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলা) অভ্যন্তরে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাস উভয় ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাত্রীপ্রতি প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ২.৩২ টাকার স্থলে ২.৪৩ টাকা;

(ঘ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে চলাচলকারী বাস ও মিনিবাসের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভাড়া যথাক্রমে ১০.০০ টাকা এবং ৮.০০ টাকা; এবং

(ঙ) আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত আসন সংখ্যা কমিয়ে বাস/মিনিবাসের আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা হলে উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ-খ অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া আনুপাতিকভাবে পুনঃনির্ধারিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে রুট পারমিট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)/যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ কমিটি হতে আনুপাতিকভাবে ভাড়ার হার অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

১। এই ভাড়ার হার গ্যাসচালিত বাস/মিনিবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২। এই ভাড়ার হার প্রতিটি বাস ও মিনিবাসের দৃশ্যমান স্থানে আবশ্যিকভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৩। ডিজেলচালিত বাস ও মিনিবাসের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন/আদেশ এতদ্বারা রহিত করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এই ভাড়ার হার ২৩-০৪-২০২৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩৩/১৬ এপ্রিল ২০২৬

নং **৫৪.০০.০০০০.১৩.১৪.০০৭.২৪.৫০—"চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর"** শীর্ষক প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Resettlement Plan (RP)-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হলো:

ক) <u>যৌথ তদন্ত কমিটি [Joint Verification Team/ Committee (JVC)]</u>

আহ্বায়ক

১। উপ-পরিচালক (পুনর্বাসন), বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্প।

সদস্য

২। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি।

৩। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি।

৪। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/প্রশাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

সদস্য-সচিব

৫। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি।

<u>কর্মপরিধি:</u>

১। পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়নকালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক নিয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ এবং অধিগ্রহণ আইনের আওতায় যৌথ জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণ যাচাই পূর্বক হালনাগাদ বাজেট প্রণয়ন সহকারে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে স্বাক্ষরকরণ এবং প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ;

২। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত বাংলাদেশ রেলওয়ের নিজস্ব বা সরকারি (খাস) জমিতে বসবাসকারী জমির স্বত্ববিহীন (Non Titled) ব্যক্তিবর্গ শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, বাজেট প্রণয়নসহ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ;

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প সীমানায় অবস্থিত রেলওয়ের জমি ইজারা গ্রহণকারীদের সনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, যৌথ জরিপ ফরমে স্বাক্ষরকরণ, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং বাজেট প্রণয়ন। এ সকল কাগজপত্রাদি প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নিকট প্রেরণ; এবং

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর প্রকল্পের উপরোক্ত কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত সকল কাজ সম্পাদন করা এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদন যথাযথ নিয়মে প্রকল্প পরিচালক-এর নিকট দাখিলকরণ।

খ) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি [Property Valuation Advisory Committee (PVAC)]

আহ্বায়ক

১। উপ-প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্প।

সদস্য

২। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় কর্মরত একজন কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।

৪। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি (সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি কর্তৃক মনোনীত)।

৫। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প), বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্প।

কর্মপরিধি:

১। কমিটি মাঠ পর্যায়ে বাজার দর অনুসন্ধান ও যাচাই করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Replacement Cost) নির্ধারণ ও সুপারিশ করবে; এবং

২। কমিটি সুপারিশকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Replacement Cost) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করবে।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি [Local Grievance Redress Committee (LGRC)]

আহ্বায়ক

১। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি (পুনর্বাসন ইউনিট) বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্পের পুনর্বাসন ইউনিটে কর্মরত প্রতিনিধি।

সদস্য

২। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি।

৩। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ শাসক এর মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

৪। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক এর মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

৫। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে একজন প্রতিনিধি (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)।

সদস্য-সচিব

৬। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি

কর্মপরিধি:

১। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি সামাজিক ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে সমাধান করবে;

২। অভিযোগ নিরসন কমিটিতে উপস্থাপিত যেকোনো অভিযোগ সাধারণভাবে প্রথম শুনানির দিনে নিরসন করতে হবে। জটিল প্রকৃতির অভিযোগসমূহ (যেখানে অতিরিক্ত অনুসন্ধান প্রয়োজন) ০৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে;

৩। LGRC প্রয়োজনে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমীমাংসিত অভিযোগসমূহ মীমাংসা ও নিষ্পত্তির জন্য Project Level Grievance Redress Committee-(PLGRC) বরাবর প্রেরণ করতে পারবে;

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অভিযোগও LGRC নিরসন করবে;

৫। LGRC ভূমির এওয়ার্ডিদের ও তাদের শরীকদের অংশীদারিত্বের ক্ষতিপূরণ বা প্রাপ্যতার বিষয় বিবেচনা করবে। কিন্তু এওয়ার্ডিদের বিধিগত অধিকারের বিষয় পুনর্বিবেচনা করবে না;

৬। সাধারণভাবে LGRC এর সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। LGRC কর্তৃক যেকোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৭। আদালতের বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে LGRC কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৮। ন্যূনতম ০৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

ঘ) প্রজেক্ট পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি [Project Level Grievance Redress Committee (PLGRC)]

আহ্বায়ক

১। সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্প।

সদস্য

২। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি।

৩। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক বা মনোনীত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

৪। সিভিল সোসাইটির মনোনীত প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।

৫। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি (প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)।

সদস্য-সচিব

৬। পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী NGO এর মনোনীত প্রতিনিধি।

কর্মপরিধি:

১। স্থানীয় পর্যায়ের অভিযোগ নিরসন কমিটি (LGRC) হতে প্রাপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অমীমাংসিত অভিযোগসমূহ মীমাংসা ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

২। LGRC এর নিকট থেকে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হতে সাধারণভাবে ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ সমাধান করতে হবে;

৩। কমিটি প্রয়োজনে অভিযোগকারীর নিকট হতে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুরোধ করতে পারবে বা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত পরিচালনা করতে পারবে;

৪। কমিটি সাধারণভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অন্যথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে;

৫। কমিটি কর্তৃক যেকোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং প্রাপ্যতা (Entitlement) এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে;

৬। আদালতের বিবেচনাধীন কোনো বিষয়ে কমিটি কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না; এবং

৭। ন্যূনতম ০৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম (Quorum) সম্পন্ন হবে।

ঙ) পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি [Resettlement Advisory Committee (RAC)]

আহ্বায়ক

১। নির্বাহী প্রকৌশলী (ট্র্যাক), বাংলাদেশ রেলওয়ের "চট্টগ্রাম-দোহাজারী মিটার গেজ রেলপথকে ডুয়েল গেজ রেলপথে রূপান্তর" প্রকল্প।

সদস্য

২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা।

৩। স্থানীয় মসজিদের ইমাম (সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।

৪। স্থানীয় স্কুল/কলেজ এর একজন শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।

৫। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান/মেয়র/ প্রশাসক এর মনোনীত মহিলা প্রতিনিধি (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)।

সদস্য-সচিব

৬। কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট (সিএসসি) এর মনোনীত প্রতিনিধি।

কর্মপরিধি:

১। রি-লোকেশন ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের জন্য জটিল সমস্যাদি নির্ণয়;

২। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব নিরসন;

৩। সমস্যা সৃষ্টিকারী দলের সাথে আলোচনা ও তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য পুনর্বাসন ইউনিটকে উপদেশ প্রদান;

৪। অবকাঠামো, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক স্থাপনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিকল্প স্থান খুঁজে বের করা;

৫। RAC এর কার্যাবলির ডকুমেন্ট সম্পাদন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও বাস্তবায়নকারী সিএসসি এর দপ্তরে সংরক্ষণ করা; এবং

৬। প্রকল্প পরিচালক এর অবগতির জন্য RAC এর কার্যাবলির রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

২। উল্লিখিত কমিটিসমূহের কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ সন্নিবেশিত হবে:

শর্তসমূহ:

(ক) গঠিত যৌথ তদন্ত কমিটি (JVC), সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (PVAC) এবং পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি (RAC)-তে মনোনীত কোনো কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিকে পুনরায় স্থানীয় পর্যায়ে/প্রজেক্ট পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি (LGRC/PLGRC)-তে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে না; এবং

(খ) সম্পদ মূল্য সুপারিশ কমিটি (PVAC) কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্য (Replacement Cost) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনে পুনঃযাচাই করে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও গাইডলাইনের আলোকে চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন এবং এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নেপোলিয়ন দেওয়ান
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/২৬ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০০২.২৬.৩০—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাটির আংশিক খতিয়ানসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো :

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	খতিয়ান নম্বর	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	আকরান	১২৬	০১ (এক) টি	১৪৩১	সাভার	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।